যুগান্তর

তারিখ ...3 0 APR 2008...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

লিশ-হকার-ছাত্র সংঘর্ষে ঢাকা কলেজ রণক্ষেত্র শিক্ষকসহ আহত ৫০

রিপোর্ট

র ধাক্কায় ছাত্র আহত ও বই কেনাকে করে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা কলেজের লিশ ও হকারদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ । এতে আহত হয়েছেন কলেজের ভাইস ালসহ কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্র, ক ও পুলিশসহ ৫০ জন। অনুমতি না পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রাবাসের ন ব্যাপক ভাংচুর ও খাবার নষ্ট করেছে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি আনতে ১৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ পুলিশ।

দর্শী ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দেড়টায় ঢাকা কলেজের এক ছাত্র ফার্মগেট থেকে লেগুনায় কলেজে আসছিল। ক্যাম্পাসের সামনে এলে ওই ছাত্র লেগুনার হেলপারকে নামানোর অনুরোধ করে। কিন্তু তাকে না নামিয়ে নীলক্ষেত মোড়ে ওই ছাত্রকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়। এ নিয়ে ড্রাইভার ও হেলপারের সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক হয়। কয়েকজন শ্রমিক ওই ছাত্রকে মারধর করে। পরে সে ক্যাম্পাসে এসে সহপাঠীদের বিষয়টি জানায়। একই সময় কলেজের আরেক ছাত্রের বলাকা সিনেমা হলের সামনে পুরনো বই কেনা নিয়ে হকারের সঙ্গে ঝগড়া হলে ওই ছাত্রকেও মারধর করা হয়। খবর পেয়ে ৩০-৩৫ জন ছাত্র নীলক্ষেত মোড়ে গিয়ে লেগুনার কয়েকজন

রণক্ষেত্র : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

রণক্ষেত্র : ঢাকা কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রমিক ও হকারকে মারধর করে। পরে হকার ও শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে ছাত্রদের আটকে মারধর করলে সংঘর্ষ বেধে যায়। দু'পক্ষই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উত্তেজিত ছাত্ররা ৩টি সিএনজি অটোরিকশা, ২টি বাস ও ২টি লেগুনা ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিক ও হকারদের প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এলে ছাত্ররা তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষ বেধে যায়। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলে বেধড়ক লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। ছাত্ররা ক্যাম্পাসের ভেতরে গিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে ছাত্রদের লাঠিচার্জ করলে সেখানেও সংঘর্ষ হয়। ছাত্ররা কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাসের ছাদ থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষে করে। পাল্টা ইট ছুড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা চা পুলিশ। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর আনোয়ার আলম খান ও কয়েকজন শি সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলি এক কনস্টেবল আনোয়ার আলমকে গুলি ক মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে তার ডান হাতে ল দিয়ে সজোরে আঘাত করলে তিনি আহত হ অন্য শিক্ষকরা প্রতিবাদ করলে পু কয়েকজনকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দে পরে শিক্ষকরা প্রিন্সিপাল প্রফেসর বশির হকের রুমে গিয়ে আশ্রয় নেন। প্রায় এক ঘ তারা অবরুদ্ধ থাকেন বলে এক শিক্ষক জানা বিকাল ৩টায় পুলিশ নর্থ ও সাউথ ছাত্রাবা প্রবেশ করে ছাত্রদের লাঠিপেটা কর সেখানেও সংঘর্ষ হয়। পুলিশ নর্থ ছাত্রাবা কেন্টিনে ঢুকে ছাত্রদের মারধর করে থালা-বা ভেঙে খাবার নষ্ট করে ফেলে। কয়েকজন ছ অভিযোগ করেছে, খাওয়ার সময় অনেক ছাত্র পুলিশ পিটিয়ে আহত করেছে। ছাত্ররা একত্রি হয়ে পুলিশকে ধাওয়া দিলে তারা ছাত্রাবাস ত্য করে নিচে নেমে আসে। দফায় দফায় পুলিশ ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে আশপাশের বাসিন্দ মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। বিকাল ৪টা প সংঘর্ষ চলে। পুলিশের ক্যাম্পাস ত্যাগ কর দাবিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের কর আবারও উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকাল ৪টা মিনিটে পুলিশ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। পরিস্থি কিছুটা শান্ত হলে অবরুদ্ধ শিক্ষকরা বাইরে এ উত্তেজিত ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেন কলেজ ক্যাম্পাসের চারপাশ প্রায় ৩শ'রও বে পুলিশ ঘিরে রাখে। সংঘর্ষের সময় প্রায় রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয় ব পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন।

সংঘর্ষে ছাত্র ও শিক্ষকসহ ৫০ জন আহত হ তাদের মধ্যে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আনোয়ার আলম খান, ড. আলাউদ্দি ওয়ালিউল্লা, মামুনুর রশীদ রাজু (ছাত্র), শহি ইসলাম (অফিস সহকারী), ইলিয়াস (ছাত্র মোঃ কবির হোসেন (ছাত্র), নুরে আলম (ছাত্র মোঃ নাদিম (দারোয়ান), আয়নাল হক (ছাত্র আরিফুর রহমান (ছাত্র), ডেসটিনির ফ সাংবাদিক সেলিম, রিপন (পথচারী), রুবে (ছাত্র), সজীব (ছাত্র), রনি (ছাত্র), সোহ (ছাত্র), রাহুল (ছাত্র) ও নাসিরকে (ছা সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদের ক্লিনি ভর্তি করা হয় বলে জানা গেছে।

আহত ভাইস প্রিন্সিপাল আনোয়ার আলম খ জানান, বিনা অনুমতিতে পুলিশ ক্যাম্পাসে ভেতর ঢুকে পড়ে। ছাত্রদের শান্ত করার চে করলে পুলিশ আমাদের লাঠিপেটা করে।

রমনা জোনের ডিসি আতিকুল ইসলাম বলে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলে পুলি বাধ্য হয়ে ক্যাম্পাসের ভেতর প্রবেশ করে শিক্ষকদের সঙ্গে কেউ খারাপ আচরণ করেনি ছাত্রদের ইটের আঘাতে ৫-৬ পুলিশ আহ হয়েছে। তাদের রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতা ভর্তি করা হয়। তিনি আরও বলেন, সংঘ চলাকালীন প্রায় সোয়া ১ ঘণ্টা রাস্তায় যানবাহ চলাচল বন্ধ ছিল। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতা করা হয়নি।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আজ কলেজের ক্লা স্থগিত করা হয়েছে। সকালেই শিক্ষকদের সভ অনুষ্ঠিত হবে।